ইসলামে দাড়ি রাখার গুরুত্ব এবং এটি সুন্নাত না ফরজ?

মুসলমাদেরকে দাড়ি রাখতে ও লম্বা করতে রাসূল সাঃ নির্দেশ দিয়েছেন।
দাড়ি ছোট করতে ও মুন্ডন করতে রাসূল সাঃ নিষেধ করেছেন।

*** দাঁড়ি আসলে কিভাবে রাখা উচিৎ ***

"আসসালামুলাইকুম,ওয়ারহতুল্লাহ ওয়াবারাকাতুহ।"

আমাদের সমাজের অনেককে দেখা যায় দাড়ি রাখে। নিসন্ধেহে অনেক ভালো। কিন্তু কথা হচ্ছে এরা দাড়ি তো রাখেনা বরং এটার অবমাননা করে। কিছু লোক আছে দাড়ি
রেখে তার আলপনা আঁকে বলে এটা নাকি ফ্রেন্স কাটিং। তারা আসলে জানেনা দাড়ি কাঁটা সম্পূর্ণ হারাম। এরা আসলে দাড়ি রাখার গুরত্তই বুজেনা।

কিছু তথ্য তুলে ধরি আপনাদের সামনে।

১/ দাড়ি রেখে ঠিক মত সালাত আদায় করে না।

২/ দাড়ি রেখে অনর্গল মিথ্যা কথা বলে।

৩/ দাড়ি রেখে সিগারেট খায় যা সম্পূর্ণ অপমান জনক।

৪/ দাড়ি রেখে অশালীন ভাষায় কথা বলে।

৫/ দাড়ি রেখে নানান কাজের সাতে লিপ্ত থাকে।

এবার আসুন দাড়ি আসলে কিভাবে রাখতে হবে?

আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলেছেনঃ তোমরা মুশরিকদের বিপরীত কর, দাড়ি বাড়াও এবং গোফ ছোট কর। [সহিহ বুখারী, ৯ম খন্ড, পোশাক অধ্যায়, হাদিস-৫৪৭৩]

রাসুল (সাঃ) আরও বলেনঃরাসূল (ছাঃ)-এর স্পষ্ট নির্দেশ হ'ল, তোমরা দাড়ি ছেড়ে দাও ও গোঁফ ছাটো এবং মুশরিকদের বিপরীত কর' (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪২১)।

আল্লাহ্ সুবানাহুতালা বলেনঃ রসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা। (সুরা-হাশর-৭)

আল্লাহ্ তায়ালা বলেনঃ তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, তাদেরকে আশ্বাস দেব; তাদেরকে পশুদের কর্ণ ছেদন করতে বলব এবং তাদেরকে আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে আদেশ দেব। যে কেউ আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হয়। (সুরা নিসা-১১৯)

আল্লাহ্ সুবানাহুতালা আরও বলেনঃকেউ রসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব মুসলমানের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ঐ দিকেই ফেরাব যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান। (সুরা নিসা-১১৫)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ তাআলার ভর্ৎসনা ঐ সব পুরুষদের উপর যারা মহিলাদের সাদৃশ্যতা অবলম্বন করে এবং ঐ সব মহিলাদের উপর আল্লাহ তাআলার ভর্ৎসনা যারা পুরুষদের সাদৃশ্যতা অবলম্বন করে। {সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৫৫৪৬, সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং-৫৭৫০}

আরো বহু হাদিস রয়েছে যেখানে আল্লাহ্‌র রাসুল (সাঃ) বলেছেন দাড়ি ছেড়ে দাও, দাড়ি বাড়াও, দাড়ি লম্বা কর।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি মানুষের ফিদরাদ (প্রকৃতিগত স্বভাব) পাঁচটি:

ইসলামে দাড়ি রাখার গুরুত্ব এবং এটি সুন্নাত না ফরজ?

১. খাতনা করা।
২. (নাভিড় নীচে লোমে) ক্ষুর ব্যবহার করা,
৩. গোঁফ ছোট করা।
৪. নখ কাটা।
৫. বোগলের পশম উপড়ে ফেলা।
(সহিহ বুখারী, ৯ম খন্ড, পোশাক অধ্যায়, হাদিস নং ৫৪৭১

কুরআনে দাড়ি রাখার বর্ণনা–
হারূন বলল, 'হে আমার সহোদর! আপনি আমার দাড়ি ও মাথা (চুল) ধরবেন না। আসলে আমি আশঙ্কা করলাম যে, আপনি বলবেন, তুমি বানী ইস্রাঈলদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করেছ[এবং তুমি আমার কথার অপেক্ষা করনি।' সূরা নম্বরঃ 20 ,আয়াত-(৯৪)সুরার ধরণঃ মাদানী

 # আরো বহু হাদিস রয়েছে যেখানে আল্লাহ্র রাসুল (সাঃ) বলেছেন দাড়ি ছেড়ে দাও,দাড়ি বাড়াও, দাড়ি লম্বা কর।

পরিচ্ছদঃ ৭৭/৬৩. গোঁফ ছাঁটা। সহিহ-বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحْفِي شَارِبَهُ حَتَّى يُنْظَرَ إِلَى بَيَاضِ الْجِلْدِ، وَيَأْخُذُ هَذَيْنِ، يَعْنِي بَيْنَ الشَّارِبِ وَاللِّحْيَةِ.
ইবনু 'উমার (রাঃ) গোঁফ এত ছোট করতেন যে, চামড়ার শুভ্রতা দেখা যেত এবং তিনি গোঁফ ও মাঝের পশমও কেটে ফেলতেন।

সহিহ-বুখারী- ৫৮৮৮. ইবনু 'উমার (রাঃ) সূত্রে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ গোঁফ কেটে ফেলা ফিতরাত স্বভাবের) অন্তর্ভুক্ত। [৫৮৯০] (আধুনিক প্রকাশনী- ৫৪৬০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫৩৫৬)

পরিচ্ছদঃ ৭৭/৬৩. গোঁফ ছাঁটা।সহিহ-বুখারী তাওহীদ প্রকাশনী-
সহিহ-বুখারী ৫৮৮৯. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ ফিতরাত (অর্থাৎ মানুষের জন্মগত স্বভাব) পাঁচটিঃ খাত্না করা, ক্ষুর ব্যবহার করা (নাভির নিম্নে), বগলের পশম উপড়ে ফেলা, নখ কাটা ও গোঁফ খাটো করা। **[1] [৫৮৯১, ২৬৯৭; মুসলিম ২/১৬, হাঃ ২৫৭, আহমাদ ৭১৪২] (আধুনিক প্রকাশনী- ৫৪৬১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫৩৫৭)**
[1]. গোঁফ ছোট করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে এগুলো মুখের ভিতর এসে না পড়ে। গোঁফ বেশী দীর্ঘ হলে নাকের এবং বাইরের ময়লা মিশে মুখের ভিতরে ঢোকে। পানি পান করার সময় এবং আহারের সময় গোঁফে আটকানো নাকের ও বাইরের রোগজীবানু ও ময়লাগুলো মুখের ভিতরে প্রবেশ করে নানাবিধ রোগ সৃষ্টি করতে পারে। তাই ইসলামে গোঁফ লম্বা করে রাখা নিষিদ্ধ। কেননা এটা স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার বিরোধীও বটে। যথাসময়ে গোঁফ কাটা, গুপ্তস্থানে ক্ষৌরকার্য্য করা, বগলের চুল ছেঁড়া ও নখ কাটা উচিত। ৪০ রাত বা দিন যেন অতিক্রম না করে সেদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেয়াও উচিত। কারণ রসূল এগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার সময় নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেছেনঃ ৪০ রাত বা দিন যেন অতিক্রান্ত না হয় মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, আবূ দাঊদ, ইবনু মাজাহ্ ও আহমাদ)

সহিহ-বুখারী- পরিচ্ছদঃ ৭৭/৬৪. নখ কাটা
সহিহ-বুখারী- ৫৮৯২. ইবনু 'উমার (রাঃ) সূত্রে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তোমরা মুশরিকদের উল্টো করবেঃ দাড়ি লম্বা রাখবে, গোঁফ ছোট করবে।

ইবনু 'উমার (রাঃ) যখন হাজ্ব বা 'উমরাহ করতেন, তখন তিনি তাঁর দাড়ি মুষ্টি করে ধরতেন এবং মুষ্টির বাইরে যতটুকু বেশি থাকত, তা কেটে ফেলতেন। **[৫৮৯৩; মুসলিম ২/১৬, হাঃ ২৫৯, আহমাদ ৪৬৫৪] (আধুনিক প্রকাশনী- ৫৪৬৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫৩৬০)**

সহিহ-বুখারী-পরিচ্ছদঃ ৭৭/৬৫. দাড়ি বড় রাখা প্রসঙ্গে।

'আফাও' অর্থ বর্ধিত করা। তাদের মাল বর্ধিত হয়েছে। أَمْوَالُهُمْ وَكَثُرَتْ كَثُرُوا عَفَوْا

সহিহ-বুখারী-৫৮৯৩. ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা গোঁফ

অধিক ছোট করবে এবং দাড়ি ছেড়ে দিবেবড় রাখবে)। **[৫৮৯২] (আধুনিক প্রকাশনী- ,৫৪৬৫ ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫৩৬১)।**

ইসলামিক ফাউন্ডেশন / গ্রন্থঃ সূনান নাসাঈ (ইফাঃ) ৫০৪৪. মুহাম্মাদ ইবন বাশশার (রহঃ) ... ইবন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা মোচ বিলোপ করবে এবং দাড়ি লম্বা করবে।
তাহক্বীকঃ সহীহ। বর্ণনাকারী রাবীঃ আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর রাঃ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন / গ্রন্থঃ সূনান নাসাঈ ৫০৪৫. আমর ইবন আলী (রহঃ) ... ইবন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা দাড়ি লম্বা করবে এবং গোঁফ বিলোপ করবে। তাহক্বীকঃ সহীহ।----

পরিচ্ছদঃ ১৫. গোঁফ ছাঁটা সম্পর্কে। সূনান আবু দাউদ -ইফাঃ

৪১৫১. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস্লামা (রহঃ) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রাঃ) থেকে নর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোঁফ ছাঁটতে এবং দাড়ি লম্বা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। হাদিসের মানঃ সহিহ (Sahih)

#জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমরা হজ্ব ও ওমরা, ছাড়া সবসময় দাড়ি লম্বা রাখতাম। সূনান আবু দাউদ (ইফাঃ) **হাদীস নং ৪১৫৫**

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ থেকে বর্ণিত। রাসূল সাঃ গোঁফ নিশ্চিহ্ন করতে, আর দাড়ি বড় করতে নির্দেশ দিয়েছেন। **{সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৬২৪}**

২-হযরত আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা গোঁফকে কর্তন কর, এবং দাড়িকে লম্বা কর। তোমরা অগ্নিপূজকদের বিপরীত কর। **{সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৬২৬}**

মিশকাতুল মাসাবীহ - ৪৪৩৮-[২০] যায়দ ইবনু আরকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি গোঁফ ছাঁটে না, সে আমাদের অন্তরভুক্ত নয়। **(আহমাদ, তিরমিযী সহীহ আত-তিরমিযী ২৯২২,ও নাসায়ী-৫০৪৬)হাদিস একাডেমি / গ্রন্থঃ মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)**

রাসূল সাঃ এর দাড়ি--

রাসূল সাঃ এর দাড়ি লম্বা ছিল। সাহাবাগণের দাড়িও লম্বা ছিল।
১-হযরত আলী রাঃ রাসূল সাঃ এর বর্ণনা দিতে গিয়ে উল্লেখ করেন যে, "তিনি অনেক বড় দাড়ির অধিকারী **ছিলেন। {সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং-৬৩১১, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-৯৪৬}**

২-হযরত জাবির বিন সামুরা রাঃ বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাড়ি ছিল বেশি বা ঘন। **{সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৬২৩০, মুসনাদে আবী ইয়ালা, হাদীস নং-৭৪৫৬}**

চুল দাঁড়ি কালো করা প্রসঙ্গে-

রাসুল (সাঃ) বলেনঃ ইয়াহুদ ও নাসারারা (চুল ও দাড়িতে) রং লাগায় না। সুতরাং তোমরা তাদের বিপরীত করবে।
(**সহিহ বুখারী**, **৯ম খন্ড**, **পোশাক অধ্যায়**, **হাদিস নং ৫৪৭৮**)/(আধুনিক প্রকাশনী বুখারী- ৫৪৭০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বুখারী-৫৩৬৬)সহীহ বুখারী (তাওহীদ-৫৮৯৯)

নাবী (সাঃ) বলেছেন-শেষ যামানায় একদল লোকের আবির্ভাব হবে যারা সাদা চুল-দাড়ি কালো রঙ দিয়ে রাঙাবে। তারা জান্নাতের গন্ধও পাবে না। (**আবু দাউদ**, **পৃষ্ঠা-৮৪**)

কালো খিযাব লাগানো নিষেধ= সূনান নাসাঈ (ইফাঃ

৫০৭৪. আব্দুর রহমান ইবন আবদুল্লাহ হালাবী (রহঃ) ... ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ শেষ যমানায় এমন কতক লোক হবে, যারা কবুতরের বুকের মত কালো খিব লাগাবে, তারা বেহেশতের গন্ধও পাবে না। তাহক্বীকঃ সহীহ। মিশকাত ১৪৫২, গায়াতুল মারাম ১০৭, তাহক্বীকঃ সহীহ। ইবন মাজাহ ৩৬২৪, মুখতাসার মুসলিম ১৩৪৭, সহীহাহ ৪৯৬।)---

----**মেহেদী ও কাতাম দ্বারা খিযাব লাগানো**

ইসলামে দাড়ি রাখার গুরুত্ব এবং এটি সুন্নাত না ফরজ?

--৫০৮০. হুমায়দ ইবন মাস'আদা (রহঃ) ... আবদুল্লাহ ইবন বুরায়দা (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা যে সকল বস্তু দ্বারা বার্ধক্যের শুভ্রতাকে পরিবর্তন করে থাক, তন্মধ্যে মেহেদী এবং কাতাম সর্বোত্তম। তাহক্বীকঃ সহীহ।(৫079-80,81,82,83)

৫৮৯৫. সাবিত হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস (রাঃ)-কে নাবী ওয়াসাল্লাম আলাইহি সাল্লাল্লাহু এর খিযাব লাগানোর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বললেনঃ নাবী ওয়াসাল্লাম আলাইহি সাল্লাল্লাহু খিযাব লাগানোর অবস্থা পর্যন্ত পৌঁছেননি। আমি তাঁর সাদা দাড়িগুলো গুণতে চাইলে, সহজেই গুণতে পারতাম। [৩৫৫০] (আধুনিক প্রকাশনী- ৫৪৬৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫৩৬৩)

দাড়ি ছাটা বা কাটার ব্যাপারে- দুর্বল হাদিস

মিশকাতুল মাসাবীহ ৪৪৩৯-[২১] ‘আমর ইবনু শু‘আয়ব (রহঃ) তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় দাড়ির প্রস্থ এবং দৈর্ঘ্য হতে ছেঁটে নিতেন। (তিরমিযী এবং তিনি বলেছেনঃ এ হাদীসটি গরীব)[1]

1] হাদিস একাডেমি / গ্রন্থঃ মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত) [1] মাওযূ‘ : তিরমিযী ২৭৬২, য‘ঈফাহ্ ২৮৮, য‘ঈফ আল জামি‘উস্ সগীর ৪৫১৭, হাদীসটি মাওযূ‘ হওয়ার কারণ, এর সনদে আছে ‘‘উমার ইবনু হারূন আল বালখী’’। তাঁর ব্যাপারে ইবনু মা‘ঈন বলেনঃ মিথ্যুক, খবীস। সলিহ জাযরাহ্ বলেনঃ সে কায্যাব বা মিথ্যুক। বিস্তারিত দেখুন- সিলসিলাতুয্ য‘ঈফাহ্ ১/৪৫৭ পৃঃ, হাঃ ২৮৮। হাদিসের মানঃ জাল (Fake)

##দাড়ির ব্যাপারে বিখ্যাত ‘আলেমদের অভিমত:-

এদের মধ্যে- শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যা রহ., ‘আল্লামা ইবন হাযম আয-যাহিরী রহ., ‘আল্লামা ইবন আবদুল বার্র , ‘আল্লামাআহমদ ইবন আবদুর রহমান আল বান্না রহ., মুহাদ্দিস শাইখ নাছের উদ্দিন আল-আলবানী রহ., সৌদি আরবের প্রধান মুফতি আব্দুল আযীযইবন বায রহ., শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল উসায়মীন, ডা. জাকির নায়েক উল্লেখযোগ্য।•

১- হাফেয ‘আল্লামা আবু মুহাম্মদ আলী ইবন হাযম (মৃত: ৪৫৬ হি.) বলেন,

"اتفق العلماء على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض".

“সমস্ত ‘আলেম একমত যে, মোচ কাটা এবং দাড়ি রাখা ফরয (ওয়াজিব)।”

২- ইমাম ইবন আবদিল বার্র রহ. (মৃত: ৪৬৩ হি.) তার তামহীদ কিতাবে বলেন,

يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال يعني بذلك المتشبهين بالنساء

“দাড়ি শেভ করা হারাম। আর এ কাজটি মুখান্নাচ বা নারীর বেশ ধারণকারীই করে, কোনো পুরুষের কাজ নয় এটি।”

৩- ইমাম কুরতুবী (রহ.) (মৃত: ৬৭১ হি.) বলেন, দাড়ি শেভ করা বা উঠিয়ে ফেলা বা কাট-চাট করে ষ্টাইল করে রাখা নাজায়েয। দাড়ি রাখা, বাড়িয়ে ও ঘন করে রাখা ফরয। দাড়ি শেভকারী তার এ গোনাহকে সবার সামনে প্রকাশ করে, যা অতি কঠিন হারাম কাজ। সহীহ বুখারীর হাদীসে রয়েছে,রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا المُجَاهِرِينَ».

“আমার উম্মতের সবাইকে আল্লাহর রহমতে মাফ করা হবে, তবে তারা ব্যতীত যারা গোনাহ ও নাফরমানীকে সকলের কাছে প্রকাশ করে বেড়ায়......”।সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬০৬৯, ৮/২০

৪- শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যা রহ. (মৃত: ৭২৮ হি.) বলেন, দাড়ি শেভ করা হারাম।

৫- আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান আল মালেকী রহ. বলেন, আলেমরা একমত যে, দাড়ি শেভ করা অঙ্গবিকৃতি করার মতো হারাম কাজ।”

৬- সৌদী আরবের সামাহাতুশ শাইখ আল্লামা শায়খ ইবন বায (রহ.) (মৃত: ১৪২০ হি.) বলেন, দাড়িকে সংরক্ষণ করা, পরিপূর্ণ, ঘণ রাখা ও ছেড়েদেওয়া ফরয। এই ফরযের প্রতি অবহেলা করা জায়েয নয়। আর দাড়ি মুণ্ডানো (শেভ করা) ও ছোট করা হারাম।

৭- শাইখ ইবন উসাইমীন রহ. (মৃত: ১৪২১ হি.) বলেন, দাড়ি রাখা ওয়াজিব, তা শেভ করা হারাম (কবীরা গুনাহ)।

৮- আব্দুর রহমান আল বান্না তার প্রসিদ্ধ “আল–ফাতহুর রব্বানী” গ্রন্থে লিখেন ‘দাড়ি মুণ্ডানো (শেভ করা) হারাম’।

৯- শাইখ আলবানীরহ. তার “আদাবুয যিফাফ” গ্রন্থে দাড়ি মুণ্ডানো (শেভ করা) হারাম হওয়ার উপর ৪টি দলীল উল্লেখ করে বলেন এ ব্যাপারেকোনো সন্দেহ নেই যে, দাড়ি বৃদ্ধি করা ওয়াজিব এবং দাড়ি মুণ্ডানো (শেভ করা) করা হারাম।

১০- ‘আলেমে দীন হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. তাঁর বিখ্যাত “ইসলাহুর রুসুম” গ্রন্থে লিখেছেন যে সহীহ আল বুখারী ওসহীহ মুসলিম শরীফের হাদীসে উল্লেখ রয়েছে-“আ’ফুল লূহা ওয়া আহফুস্ শাওয়ারেব” যার অর্থ: “তোমরা দাড়ি বড় কর ও মোচ ছোট কর।” রাসূলসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুকুম করেছেন ছিগায়ে আমর দ্বারা অর্থাৎ হুকুমবাচক ক্রিয়াপদ দ্বারা। আর ’আমর’ (আদেশ) হাকীকাতান (মূলত)ওয়াজিবের জন্য ব্যবহার হয়।

১১- শেখ আলী মাহফুয আল আযহারী বলেন, ৪ মাযহাবের আলেমরা একমত যে, দাড়িকে ঘন রাখা ওয়াজিব, শেভ করা হারাম।”

প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের ফিকহবিদগণও দাড়ি ছেড়ে দেওয়া ওয়াজিব ও কেটে ফেলা বা শেভ করাকে হারাম বলে মত প্রকাশ করেছেন।

১২. জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “আমরা হজ্ব ও ওমরা, ছাড়া সবসময় দাড়ি লম্বা রাখতাম। আবু দাউদ, হাদীস নং ৪১৫৫

খলীফা ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বড় দাড়ি বিশিষ্ট ছিলেন, জালালুদ্দিন সুয়ুতি ”তারিখুল খুলাফা” গ্রন্থে লিখেছেন- আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু অনেকবড় দাড়িবিশিষ্ট ছিলেন।

হাফেজ ইবন হাজার আসকালানীর প্রামাণ্যগ্রন্থ ‘আল-ইছাবা’তে আছে–এভাবে বিভিন্ন প্রামাণ্য গ্রন্থে খুলাফায়ে রাশেদীনসহ সকল অনুসরনীয়সাহাবীদের যে লম্বা সুন্দর মানানসই দাড়ি ছিল, এব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। সাহাবীদের সেই আমলও সুন্নাহ’র অন্তর্ভুক্ত যাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সম্মতি ছিল বা যা দেখে তিনি নিষেধ করেন নি।

মুহাদ্দিস ও ফক্বীহ আবু আওয়ানা ইয়াকুব ইবনে ইসহক বলেন “গোঁফ কর্তন করা এবং তা ছোট করা ওয়াজিব ও দাড়ি বড় করা ওয়াজিব”। { মুসনাদে আবী আওয়ানা-১/১৬১}

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ফক্বীহ ইবনে হাযম যাহিরী আলী ইবনে আহমাদ বলেন “দাড়ি ছেড়ে দেওয়া ও গোঁফ কর্তন করা ফরজ”। {আল মুহাল্লা-২/২২০}

দাড়ির ব্যাপারে চার মাযহাবের চূড়ান্ত দৃষ্টিভঙ্গি---

হানাফী মাযহাব: –

১. হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ‘দুররে মুখতারে’ (২য় খ-/৪৫৯ পৃ.) বলা হয়েছে : পুরুষের জন্য দাড়ি কর্তন করা হারাম। নিহায়া গ্রন্থে বলা হয়েছেযে, দাড়ি এক মুষ্টির বেশি হলে তা কেটে ফেলা ওয়াজিব। কিন্তু এর চাইতে বেশি কর্তন করা যেমনটি পশ্চিমা দেশের লোকেরা এবং খোঁজাপুরুষেরা করে তা কেউ বৈধ বলেন নি। আর দাড়ি সম্পূর্ণটাই কেটে চেঁছে ফেলা হিন্দুস্থানের ইয়াহূদী ও কাফের–মুশরিকদের কাজ।”
২. হানাফী মাযহাবের মশহুর ফকীহ ইবনুল হুমাম বলেন “এক মুষ্টির ভিতর দাড়ি কর্তন করা কারো মতেই বৈধ নয়।”
৩. হানাফী মাযহাবের কিতাব ‘শারহে মানজুমাতুল আদাবের’ মধ্যে লিখেছেন, নির্ভরযোগ্য ফতোয়া হলো দাড়ি মুণ্ডানো হারাম।

মালেকী মাযহাব:

১. মালেকী মাযহাব মতেও দাড়ি মুণ্ডন করা হারাম। অনুরূপভাবে ছুরত বিগড়ে যাওয়া মত ছেটে ফেলাও হারাম।
২.মালিকী মাযহাবের প্রখ্যাত ফকীহ ইমাম আবুল আব্বাস কুরতুবী আল-মালিকী সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যা গ্রন্থ “আল–মুফহিম” এ লিখেন ‘দাড়িমুণ্ডানো ও উপড়ানো কোনোটাই বৈধ নয়’।
৩.মালিকী মাযহাব মতে দাড়ি কাটা হারাম। (আল আদাভী আলা শারহে কিফায়াতুত্ তালেব রাব্বানী ৮ম খণ্ড, ৮৯ পৃঃ)

শাফেঈ মাযহাব:

১. ইমাম শাফেঈ রহ. তার প্রখ্যাত গ্রন্থ "আল উম্ম" উল্লেখ করেছেন যে, দাড়ি কর্তন করা হারাম।

২. শাফেঈ মাযহাবের আলেম আযরা'ঈ বলেন, সঠিক কথা হচ্ছে কোনো কারণ ছাড়া সম্পূর্ণ দাড়ি মুণ্ডন করা হারাম।হাওয়াশী শারওয়ানী ৯ম খণ্ড, ৩৭৬ পৃ]

৩.শাফেঈ মাযহাবের প্রখ্যাত আলেম ইবনুর রিফ'আহ শাফিয়ী তার বিখ্যাত রচনা 'আলকিফায়াতু ফি শারহিত তানবিয়াহ'তে লিখেন– ইমাম শাফেঈ রহ. তার "আল–উম্ম" পুস্তকে দাড়ি মুণ্ডনকে হারাম বলেছেন।"

হাম্বলী মাযহাব:

১. শাইখুল ইসলাম 'আল্লামা ইবন তাইমিয়্যা রহ. বলেন–দাড়ি মুণ্ডানো বা শেভ করা হারাম।

২. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলের মাযহাবের 'আলেমগণও দাড়ি শেভ করাকে হারাম বলেছেন। (আল-ইনসাফ, শরহে মুন্তাহাল ইরাদাত) অতএব দাড়িমুণ্ডন করা কবীরা গুনাহ। এমন জঘন্য কাজ থেকে আজই তওবা করা আবশ্যক। ঐ মাযহাবের বিখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য কিতাব "শারহুল মুন্তাহা"তেউল্লেখ হয়েছে যে, 'দাড়ি মুণ্ডন করা হারাম'।

৪. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল রহ. রচিত "কিতাবুয-যুহদে" 'আকীল ইবন মোদরেক সুলামী হতে উদ্ধৃতি করেন যে, আল্লাহ জাল্লা শানুহু বনীইসরাইলের এক রাসূলের নিকট এই অহী প্রেরণ করেন যে, তিনি যেন নিজ কওম বনী ইসরাইলকে এ কথা জানিয়ে দেন যে, তারা যেন আল্লাহ তা'আলার শত্রুদের বিশেষ খাদ্য শুকরের মাংস না খায় এবং তাদের বিশেষ পানীয় অর্থাৎ শরাব (মদ) পান না করে এবং তাদের দাড়িকে স্টইল করে কোনো সুরত বা আকৃতি না বানায়। যদি তারা এমন করে অর্থাৎ শুকরের গোশত খায়, বা মদ পান করে, অথবা দাড়ি মুণ্ডায় বা ষ্টাইল করেকাট-ছোট করে, অথবা লম্বা লম্বা মোচ রাখে, তাহলে তারাও আমার শত্রু হবে। যেমন, তারা আমার শত্রু।দালায়েলুল আ-সার

##কতিপয় মাসআলা: জেনে নিন

এক. বিশেষ কারণে দাড়ি কাটতে বাধ্য হলে কী করবেন?

আপনি কোথাও কারো অধীনে কাজ করলে, সে যদি দাড়ি ছোট ছোট করে রাখতে বলে, না হয় কাজে রাখবে না। যদি প্রতিষ্ঠানের মালিক বা কফিলকে দাড়ি কাটা হারাম বললে, সে আপনার উপর আরো বেশি রাগ করতে পারে। এ ক্ষেত্রে আপনি যদি পারেন অন্যত্র চাকুরী নিতে, তা উত্তম। আর যদি চাকুরী পাওয়া কঠিন হয়, বা সহজে পাওয়া যায় না, তাহলে আপনি অতীব প্রয়োজন জরুরতের কারণে দাড়ি যতটুকু ছোট করতে বলেছে, ঠিক ততটুকুই করবেন, এর বেশি নয়। এ পথটি 'আলেমরা জায়েয রেখেছেন অতীব জরুরতের কারণে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التغابن: ١٦]

"তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যথাসাধ্য"। [সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত: ১৬] (www.islamqa.info)

দুই. সেলুন দোকান দিতে হলে কী করবেন?

সেলুন দোকান দিতে হলে নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে দিতে হবে:

১- শুধুমাত্র যে সব চুল কাটা বা শেভ করা জায়েয, সেগুলো কাটবে। যেমন, মাথার চুল, অনুরূপভাবে মোচ ইত্যাদি।

২- কাফেরদের এবং নারীদের স্টইলে চুলের কাট-চাট দেওয়া যাবে না।

৩- মাথার কিছু চুল ছোট করে কাটবে, কিছু লম্বা রাখবে, এমনটি করতে পারবে না, এটা শরী'আতে হারাম কাজ।[35]

তিন. চাকুরির জন্য দাড়ি শেভ করার শর্ত দিলে কী করবেন?

চাকুরির জন্য দাড়ি শেভ করা শর্ত দিলে এ চাকুরী করবেন না: শাইখ ইবন বায রহ. বলেন, যদি কাউকে কোনো কোম্পানী বা মালিক এ শর্তে কাজ দেয় যে, দাড়ি শেভ করতে হবে, তাহলে সে যেন আল্লাহকে ভয় করে এ দাড়ি শেভের শর্তে একমত না হয় এবং এ কাজ না নেয়। কেননা, রিযেকর বহু পথ রয়েছে, এ পথ বন্ধ নয়, বরং সর্বদা খোলা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا ٢ وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُۚ وَمَن يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسۡبُهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمۡرِهِۦۚ قَدۡ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيۡءٖ قَدۡرٗا ٣﴾ [الطلاق: ٢، ٣]

"আর যে কেউ আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জন্য উত্তরণের বা বাঁচার পথ করে দেবেন এবং তিনি তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে দান করবেন রিযিক। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ তাঁর ইচ্ছে পূরণ করবেনই, অবশ্যই আল্লাহ সবকিছুর জন্য স্থির করেছেন সুনির্দিষ্ট মাত্রা। [সূরা আত-ত্বালাক, আয়াত: ২-৩] যে কোনো কাজে আল্লাহর নাফরমানী করতে হলে সে কাজে যোগদান করবেন না। অন্য যে কোনো হালাল কাজ তালাশ করুন। তাদের সাথে আপনিও গোনাহ ও আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা লংঘনে সহযোগিতা করবেন না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ﴾ [المائدة: ٢]

"তোমরা নেককাজ ও তাকওয়ায় পরস্পর সাহায্য করবে এবং গোনাহ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না। আর আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর।" [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ২]

আল্লাহ আমাদেরকে ও আপনাকে রিযক উপার্জনের তাওফীক দিন। আর রাষ্ট্রের পরিচালক ও কর্তাগণ যেন আল্লাহকে ভয় করেন। মানুষকে হারাম কাজ করতে বাধ্য না করেন এবং আল্লাহ ও রাসূলের বিধান ও ফায়সালা মাফিক রাষ্ট্র পরিচালনা করেন।

মাজমু' ফাতাওয়ায়ে ইবন বাযের ১০ম খণ্ডে আরো রয়েছে, দাড়ি কামানো ও কাটা হারাম, কোনো মুসলিম এটা যেন না করে, আর এ কাজে যেন কেউ কাউকে সহযোগিতা না করে। দাড়ি মুণ্ডিয়ে বা শেভ করে টাকা উপার্জন করা হারাম। আর এটা হারাম খাওয়ার (রোযগারের) সমান। যে এমন কাজ করে সে যেন তাওবা করে এবং এ কাজটি না করে। অতীতে দাড়ি কেটে যা রোজাগার করেছে তা যেন সাদাকা করে দেয়, যেহেতু সে জানতো না। আর ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হয়ে যাও। আল্লাহ তা'আলা সুদখোরদের বা হারামখোরদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন:

﴿فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ﴾ [البقرة: ٢٧٥]

"অতএব, যার নিকট তার রব-এর পক্ষ হতে উপদেশ আসার পর সে বিরত হলো, তাহলে অতীতে যা হয়েছে তা তারই এবং তার ব্যাপার আল্লাহর এখতিয়ারে। আর যারা পুনরায় আরম্ভ করবে, তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।" [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৭৫]

অনেক মানুষ এ হারামটি করছে বলে আপনি যেন তাদের এমন কু-অভ্যাস দেখে প্রতারিত না হন। (প্রকাশকাল: ১০ জিলকদ, ১৪২৭)।

চার. দাড়িতে কি স্টাইল করে রাখা যাবে?

শয়তান বিভ্রান্ত করছে সারা দুনিয়াকে। বর্তমানে কোনো কোনো জায়গা থেকে এড দিয়ে বলছে: "দাড়িতেই করুন স্টাইল"। এ নিয়ে চলছে খেলতামাশা।

তারা বলে দিচ্ছে: আপনার চেহারা গোলাকার বা লম্বাটে হলে বা চতুর্ভূজাকৃতি হলে দাড়ির কাট কেমন দিবেন? আর যদি চেহারা বড় আকৃতি কিংবা ছোট ডিম্বাকৃতির হয়, তাহলেই বা দাড়ির কাট কেমন দিবেন? এসব কিছু তারা বলে দিচ্ছে। এসবই শয়তানের দেখানো পথ ও পন্থা। আমাদেরকে এসব থেকে সাবধান থাকতে হবে।

দাড়ি রাখার স্বাস্থ্যগত উপকারিতা--

যে ৬টি কারণে পুরুষের দাড়ি রাখা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো:

দাড়ি রাখা এটি আপনার স্বাস্থ্যের জন্যও অনেক ভালো। জানতে চান কী কারণে? চলুন তবে জেনে নেয়া যাক দাড়ি রাখার স্বাস্থ্যকর দিকগুলো। হবু স্বামীর দাড়ি দেখে মেয়েদের রাগ করার দিন এবার সত্যি ফুরালো!

১) অ্যালার্জি থেকে দূরে রাখে পুরুষদের মধ্যে যাদের ধুলো ময়লা এবং রোদে অ্যালার্জি রয়েছে তাদের জন্য দাড়ি রাখা অনেক উপকারী। এতে করে মুখের ত্বক সরাসরি ধুলো-বালি এবং রোদের সংস্পর্শে আসে না। সুতরাং অ্যালার্জি সংক্রান্ত সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

২) শেভিং র্যাশ থেকে মুক্তি অনেকের ত্বক খুব সেনসিটিভ হয়ে থাকে। তারা যদি বারবার শেভ করেন তাহলে ত্বকের সেনসিটিভিটির কারণে শেভিং র্যাশের সৃষ্টি হয়। দাড়ি রাখার অভ্যাস এই সমস্যা থেকে মুক্তি দেবে।

৩) স্কিন ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায় সরাসরি রোদ ত্বকে লাগা, শেভ করার সময় ও শেভ করার পর নানা ধরণের কেমিক্যাল জাতীয় প্রোডাক্ট ব্যবহার করা ইত্যাদি স্কিন ক্যান্সারের ঝুঁকি অনেকাংশে বাড়িয়ে দেয়। তাই পুরুষদের ক্ষেত্রে ডারম্যাটোলজিস্টগণ স্কিন ক্যান্সার থেকে রক্ষা পেতে দাড়ি রাখার পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

৪) ব্রণের ঝামেলা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, পুরুষের ত্বকেও ব্রণ ওঠে থাকে। শেভ করার প্রোডাক্ট ও ধুলো-বালি এই সমস্যা আরও বাড়িয়ে তোলে। যারা দাড়ি রাখেন তারা নিয়মিত দাড়ির যত্ন নিলে এই ধরণের সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন খুব সহজেই।

৫) ত্বকে বয়সের ছাপ ধীরে পড়ে: যারা দাড়ি রাখেন তাদের ত্বকে বয়সের ছাপ ধীরে পড়ে। ডারম্যাটোলজিস্ট ড. অ্যাডাম ফ্রাইডম্যান বলেন, ‘মুখের ত্বক দাড়ি দিয়ে ঢাকা থাকার ফলে সূর্যের আলোর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব হয়। এতে ত্বকের ক্ষতি কম হয়, রিংকেল পড়ে অনেক দেরিতে। সুতরাং ত্বকে বয়সের ছাপ পড়তে দেরি হয়’।

৬) দাড়ি রাখলে একজন পুরুষ অনেক স্বাস্থ্যগত সুবিধা পেয়ে থাকেন: পুরুষের দাড়ি রাখা স্বাস্থ্যের জন্য অনেক ভালো। দাড়ি সূর্যের ক্ষতিকরঅতিবেগুনি রশ্মি ঠেকায় ৯০ থেকে ৯৫ শতাংশ পর্যন্ত। এটা দ্রুত বুড়িয়ে যাওয়া থেকে পুরুষকে বাঁচায় এবং স্কিন ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়। দাড়িধুলোবালি ও ক্ষতিকর বস্তু, রক্ষা করে। নিয়মিত শেইভ করলে আপনার দাড়ির মূলে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ ঘটায় এবং ব্রনের সৃষ্টি করে। পুরুষদেরদিনের বেলায় উত্তপ্ত সূর্যের নিচে দাঁড় করিয়ে রাখুন একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এবং কে কতটুকু রেডিয়েশান শোষণ করেছে এটা তুলনা করেদেখুন। তখনই দাড়ির উপকার আপনার কাছে ধরা পড়বে।

৭) অ্যাজমার প্রকোপ কমায়: গবেষণায় দেখা যায় দাড়ি রাখা নাকে মুখে ক্ষতিকর ধুলো-বালি ঢুকতে বাঁধা প্রদান করে। ফলে ডাস্ট মাইট, যারকারণে অ্যাজমার প্রকোপ বৃদ্ধি পায়, তা অনেকাংশে কমে আসে। এতে করে অ্যাজমা সংক্রান্ত ঝামেলা থেকেও মুক্ত থাকা সম্ভব হয়। [সুত্রঃ ডেইলি মিরর, দ্য ইন্ডিয়া টাইমস]।

৮) দাড়ি পুরুষের ত্বকের জন্য প্রাকৃতিক ময়শ্চারাইজার হিসেবে কাজ করে। যারা নিয়মিত দাড়ি কামান, ঋতু পরিবর্তনে তাপমাত্রার তারতম্যেরপ্রভাবে তাদের ত্বক শুষ্ক হয়ে ওঠে। সেইসাথে শেভিং–ক্রিমসহ অন্যান্য প্রসাধনীর ব্যবহারে ত্বকের স্বাভাবিক আদ্রতা হারিয়ে যেতে থাকে। ত্বকেররয়েছে নিজস্ব আদ্রতা ধরে রাখার জন্য মেদবহুল গ্রন্থি। এর থেকে প্রাকৃতিক তেল নিঃসৃত হয়ে ত্বকের আদ্রতা বজায় রাখে। রেজারের বারবারব্যবহার ত্বকের এই গ্রন্থিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাই দাড়ি রাখলে তা এই গ্রন্থির কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য

করে।

৯) দাড়ি মুণ্ডানের কারনে ত্বক খুব সেনসিটিভ হয়। বারবার দাড়ি মুণ্ডন করলে ত্বকের সেনসিটিভিটির কারণে সৃষ্ট সমস্যা দাড়ি রাখার কারনে দূরহয়।

১০) ত্বকের নিচে ঠেলে ওঠা ইনগ্রোন হেয়ার আর নয়

যারা সবসময় শেভ করেন তারাই জানেন ত্বকের নিচে ফুলে ওঠা ইনগ্রোন হেয়ার কি বিরক্তিকর। কিন্তু দাড়ি ইচ্ছে মতো বাড়তে দিলে এগুলো দেখা যায় না।এছাড়াও শেভের কারণে ত্বকের যে ক্ষতি হয়, তা এড়ানো যায় দাড়ি বাড়তে দিলে।

১১) পৌরুষত্ব বেশি মনে হয়

আপনি যদি অন্যের চোখে নিজের পৌরুষ বাড়িয়ে তুলতে চান তাহলে সবচাইতে ভালো উপায় হলো দাড়ি গজানো। Evolution and Human Behaviorজার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণা অনুযায়ী, আপনি যদি দাড়ি রাখেন তাহলে অন্যান্য পুরুষ ও নারী উভয়ের চোখেই আপনি আগের চাইতে বেশি পুরুষালী হয়ে উঠবেন। মোটামুটি ১০ দিনের পুরনো দাড়িটাকে সবচাইতে বেশি আকর্ষণীয় বলে দেখা যায় এই গবেষণায়।

১২) সময় বাঁচায়

দাড়ি কামাতে গিয়ে ক্লিন-শেভড পুরুষেরা ব্যয় করে থাকেন গড়ে ৩,৩৫০ ঘন্টা, বলেন বস্টন ইউনিভার্সিটির ডক্টর হার্বার্ট মেসকন। যাদের দাড়ি থাকে তারা এই সময়টাকে নিশ্চিন্তে অন্য কোনো কাজে ব্যয় করতে পারেন।

১৩) আপনাকে গরম রাখবে

শীতকালে আপনার চুল যেমন আপনাকে গরম রাখে, তেমনই দাড়িও তার মাঝে উষ্ণতা আটকে রেখে আপনাকে গরম করে তুলবে।

তো এবার কী ভাবছেন? অনেক দিন ধরে যারা দাড়ি রাখার চিন্তা করছেন তারা এবার শেভ করা বন্ধই করে দিতে পারেন। আর যারা ক্লিন শেভড থাকতে পছন্দ করেন তারাও ভেবে দেখুন।

কিছু প্রশ্ন- উত্তর-

##@ দাড়ির সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য অনেকে দাড়ি ছেটে সুন্দর করার চেষ্টা করেন এবং দলীল পেশ করে বলেন, আল্লাহ সৌন্দর্যকে পসন্দ করেন। সঊদী আরবের ওলামায়ে কেরামও নাকি এ ব্যাপারে একমত। এক্ষণে এটা জায়েয হবে কি?

উত্তর- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা কর এবং দাড়িকে নিজের অবস্থায় ছেড়ে দাও। আর গোঁফ ছোট কর (বুখারী হা/৫৮৯২; মুসলিম হা২৫৯; মিশকাত হা/৪৪২১)। দাড়ি ছাড়ার ব্যাপারে হাদীছে পাঁচ ধরনের শব্দ এসেছে। যেমন- (وَأَوْفُوا أَوْفِرُوا وَوَفِّرُوا, وَأَرْخُوا) আওফিরূ, আওফূ, আরখূ, ওয়াফ্ফিরূ। এই শব্দগুলো একই মর্ম বহন করে। আর তা হ’ল, দাড়ি তার নিজ গতিতে ছেড়ে দেওয়া। দাড়ি কাটা বা ছাঁটার পক্ষে ছহীহ কোন দলীল নেই; বরং এটি রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শের পরিপন্থী। উল্লেখ্য যে, দাড়ি ছাঁটার পক্ষে তিরমিযীতে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা জাল (তিরমিযী হা/২৭৬২; মিশকাত হা/৪৪৩৯; সিলসিলা যঈফাহ হা/২৮৮)।

সঊদী আরবের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদ এ ব্যাপারে বলেন যে, দাড়ি মুন্ডন বা দাড়ির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ হ’তে কিছু কেটে নেওয়া বৈধ নয়। এটা রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত বিরোধী কাজ (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৫/১৩৭)। শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ করতে চায়, তারা যেন অবশ্যই দাড়ির কোন অংশ না কাটে। কেননা শেষনবী (ছাঃ) এবং তার পূর্বের কোন নবী দাড়ি কাট- ছাঁট করতেন না (উছায়মীন, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ১১/৮২)। শায়খ বিন বায (রহঃ) বলেন, দাড়িকে তার নিজ অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া

ওয়াজিব (বিন বায, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ১০/৯৬-৯৭)। অতএব সৌন্দর্যের দোহাই দিয়ে দাড়ি কাট-ছাঁট করার কোন সুযোগ নেই।..।।

দাড়ির মূল অংশ ঠিক রেখে আশে-পাশের দাড়ি অনেকে শেভ করে থাকেন। এটা শরী‘আতসম্মত হবে কি?

لحية বা দাড়ি বলা হয় ঐ সমস্ত লোমকে, যা পুরুষের দুই গাল ও থুতনীর নীচে হয়ে থাকে। অতএব গালের উপর ও থুতনীর নীচে যে সমস্ত লোম ওঠে, তা কাটা ও ছাটা যাবে না।রাসূল (ছাঃ)-এর পরিষ্কার নির্দেশ হ’ল, তোমরা দাড়ি ছেড়ে দাও ও গোঁফ ছাটো এবং মুশরিকদের বিপরীত কর’ (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪২১)। অতএব যতটুকু দাড়ি, ততটুকু ছাড়তে হবে।

দাড়ি কাটা, ছেটে সাইজ করা এবং টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরার বিধান কী?

Ans-- দাড়ি কেটে ফেলা শারঈ নির্দেশকে অমান্য করার শামিল। রাসূলুল্লাহ (ছা:) বলেন, ‘তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা কর। দাড়ি পূর্ণভাবে ছেড়ে দাও ও গোঁফ পূর্ণভাবে ছেটে ফেলো’ (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪২১ ‘পোষাক’ অধ্যায় ‘চুল অাঁচড়ানো’ অনুচ্ছেদ)। দাড়িকে কোনভাবেই কেটে সাইজ করা যাবে না (মাজমু‘ ফাতাওয়া ইবনে বায, ৬/৩৭৪ পৃ:; ৩/৩৬৮ ও ৩৬৯ পৃ:)।
তিরমিযীতে এ মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা জাল (যঈফ তিরমিযী হা/২৭৬২)।
টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরলে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না, তার সাথে কথা বলবেন না এবং তাকে (গোনাহ থেকে) পবিত্রও করবেন না (মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৯৫, ‘ক্রয়-বিক্রয়’ অধ্যায়)। রাসূলুল্লাহ (ছা:) বলেন টাখনুর নীচে কাপড় যতটুকু যাবে, ততটুকু জাহান্নামে পুড়বে’ (বুখারী, মিশকাত হা/৪৩১৪)।

দাড়ি কেটে-ছোট রাখা যাবে কি এবং নিচের ঠোঁটের নিচে যে দাড়ির মত লোম গজায়, সেগুলো কাচি দ্বারা ছোট করা অথবা চেছে ফেলা যাবে কি?

Ans – দাড়ি কাটা-ছাটা জায়েয নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা গোঁফ ছোট কর, দাড়িকে ছেড়ে দাও এবং মুশরিকদের বিরোধিতা কর’ (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪২১)। তিরমিযীর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দাড়ির বর্ধিত অংশ ছাটতেন মর্মে আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত হাদীছটি মুহাদ্দিছীনের নিকট বাতিল বলে গণ্য (সিলসিলা যঈফাহ হা/২৮৮)। উল্লেখ্য, ইবনু ওমর (রাঃ) যখন হজ্জ বা ওমরা করতেন তখন তিনি তাঁর দাড়ি মুষ্টি করে ধরতেন এবং মুষ্টির বাহিরে যতটুকু বেশী থাকত, তা কেটে ফেলতেন বলেন বর্ণিত হয়েছে (বুখারী হা/৫৮৯২, ‘পোষাক’ অধ্যায়, ৬২ অনুচ্ছেদ)।

প্রথমতঃ এটি ছিল তার ব্যক্তিগত আমল। অন্য কোন ছাহাবী এমনটি করেছেন মর্মে দলীল পাওয়া যায় না। আর তিনি কাউকে করার জন্য নির্দেশও দেননি। দ্বিতীয়ত: তিনি শুধু হজ্জ ও ওমরার সময় করেছেন, অন্য সময় নয়। তৃতীয়ত: এটি ব্যাখ্যাগত বিষয়, যা স্পষ্ট দলীলের কাছে টিকে না। তিনি হয়ত উক্ত মৌসুমে মাথা কামিয়ে ও দাড়ি ছেঁটে উভয়টির নেকী পেতে চেয়েছিলেন (ফাতহ ২৭)। তবে জানা উচিত, উক্ত আয়াত রাসূলের উপরই নাযিল হয়েছে। কিন্তু তিনি দাড়ি ছাটার কথা বলেননি। ওমর (রাঃ)-এর একটি আমলের সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আমলের দ্বন্দ্ব হ’লে করণীয় সম্পর্কে ইবনু ওমরকে প্রশ্ন করা হ’লে তিনি উত্তরে স্পষ্টভাবে বলেন, أَفَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ أَنْ تَتَّبِعُوْا أَمْ سُنَّتَهُ سُنَّةَ عُمَرَ- ‘তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত অধিক অনুসরণযোগ্য, না ওমরের সুন্নাত’ (মুসনাদে আহমাদ হা/৫৭০০; তিরমিযী হা/৮২৪, ‘হজ্জ’ অধ্যায়, ‘তামাত্তু’ অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ)। অতএব সর্বাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতের অনুসরণ করাই উত্তম।

لحية বলা হয় ঐ সমস্ত লোমকে, যা পুরুষের দুই গাল ও থুতনীর নীচে হয়ে থাকে। অতএব গালের উপর ও থুতনীর নীচে যে সমস্ত লোম উদিত হয় তা কাটা ও ছাটা যাবে না।

মাসআলা ও হাকীকত’ নামক বইয়ে জনৈক লেখক লিখেছেন, দাড়ির সর্বোচ্চ পরিমাণ এক মুষ্টি। এর অতিরিক্ত লম্বা দাড়ি রাখা হারাম। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা দাড়ি অল্প লম্বা কর। অনুরূপ চুল-দাড়িতে কালো খেযাব, কালো মেহেদী ব্যবহার করা সুন্নাত। আবুবকর, ওমর, ওছমান (রাঃ) সহ অনেক ছাহাবী কালো কলপ ব্যবহার করেছেন। কালো খেযাব ব্যবহার করার বিরুদ্ধে যেসব হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো সবই জাল, যঈফ। লেখকের উক্ত দাবী কি সঠিক? |

Ans উক্ত দাবী বিভ্রান্তিমূলক। কেননা দাড়ি লম্বা করা সম্পর্কে যত হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে أوفوا وفروا، أوفروا، أعفوا، ارجوا، ارخوا، ইত্যাদি শব্দ এসেছে। যার অর্থ দাড়িকে (কোন প্রকার কাটছাট ছাড়াই) স্বীয় অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪২১; মুসলিম হা/৬২৫-২৬)। অতএব ‘অল্প লম্বা কর’ এধরনের অর্থ করাটা মনগড়া। রাসূল (ছাঃ) কখনো দাড়ি ছোট করেছেন মর্মে কোন ছহীহ দলীল নেই। অতএব তাঁর উম্মত হিসাবে আমাদেরকেও দাড়ি ছেড়ে দিতে হবে।

ইসলামে দাড়ি রাখার গুরুত্ব এবং এটি সুন্নাত না ফরজ?

তিরমিযীতে আমর ইবন শু‘আইব তার পিতা ও দাদার সূত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর দাড়ির দৈর্ঘ্য-প্রস্থ থেকে কাট-ছাট করতেন বলে যে বর্ণনা এসেছে তা জাল। সুতরাং এটি গ্রহণযোগ্য নয় (তিরমিযী হা/২৭৬২; মিশকাত হা/৪৪৩৯; সিলসিলা যঈফাহ হা/২৮৮)। অনুরূপভাবে হজ্জ বা ওমরা করার সময় ইবনু ওমর (রাঃ) এক মুষ্টির অধিক দাড়ি কেটে ফেলতেন মর্মে যে বর্ণনা এসেছে সেটা তার ব্যক্তিগত আমল। অন্য সময়ে তিনি এরূপ করতেন না। সুতরাং তা দলীল হিসাবে গ্রহণীয় নয় (ফাতহুল বারী ১০/৪২৮-২৯, হা/৫৮৯২-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)।

রাসূল (ছাঃ) কালো কলপ ব্যবহার থেকে দূরে থাকতে বলেছেন (মুসলিম হা/৫৬৩১; মিশকাত হা/৪৪২৪)। অন্য হাদীছে এসেছে, যারা কালো কলপ ব্যবহার করবে তারা জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না (আবুদাঊদ হা/৪২১২; মিশকাত হা/৪৪৫২, সনদ ছহীহ)। আবুবকর ও ওমর (রাঃ) সহ অন্যরা কালো কলপ ব্যবহার করতেন বলে প্রশ্নে যে দাবী করা হয়েছে তা সঠিক নয়। বরং আবুবকর (রাঃ) মেহেদী ও ‘কাতাম’ ঘাস দিয়ে কলপ করতেন। কাতাম হল এক ধরনের ইয়ামেনী ঘাস, যা দ্বারা কলপ করলে লাল ও কালো রঙের মিশ্রণ হয়। আর ওমর (রাঃ) শুধুমাত্র মেহেদী দ্বারা কলপ করতেন (তুহফাতুল আহওয়াযী ৫/৩৫৫, হা/১৮০৬-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)।

উল্লেখ্য যে, আরবদের মধ্যে প্রথম কালো কলপ ব্যবহার করেন রাসূল (ছাঃ)-এর দাদা আব্দুল মুত্তালিব। আর সাধারণভাবে প্রথম কালো কলপ ব্যবহার করে ফেরাউন (ফাৎহুল বারী ১০/৪৩৫, হা/৫৮৯৯-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)। সুতরাং লেখকের উক্ত দাবী সঠিক নয়।

#জনৈক ব্যক্তি বলেছেন, ‘আ‘ফুল্লুহা’ মানে দাড়ি কেটে ফেলা। অর্থটি কি সঠিক? দাড়ি কতটুকু রাখতে হবে?

Ans== উক্ত অর্থ সঠিক নয়। বরং সঠিক অর্থ হল- দাড়ি লম্বা করার জন্য ছেড়ে দাও (ফাৎহুল বারী ১০/৩৫১, হা/৫৮৯৩-এর আলোচনা দ্রঃ)। এ সম্পর্কে হাদীছে আরো অনেকগুলো শব্দ এসেছে। যেমন- (وَوَفِّرُوا, وَأَرْخُوا وَأَوْفُوا وأوفروا) আওফিরু, আওফু, আরখু, ওয়াফ্ফিরু। এই শব্দগুলো সব একই অর্থ বহন করে। আর তা হল, দাড়ি তার নিজ অবস্থায় ছেড়ে দেয়া। রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, ‘তোমরা দাড়ি রাখ এবং মুশরিক ও অগ্নিপূজকদের বিরোধিতা কর’ (বুখারী হা/৫৮৯৩; মুসলিম হা/৬২৩; মিশকাত হা/৪৪২১)। দাড়ি কাটা বা ছাঁটার পক্ষে ছহীহ কোন দলীল নেই; বরং এই অভ্যাস রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শের পরিপন্থী। উল্লেখ্য যে, দাড়ি ছাঁটার পক্ষে তিরমিযীতে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা জাল (তিরমিযী হা/২৭৬২; মিশকাত হা/৪৪৩৯; সিলসিলা যঈফাহ হা/২৮৮)

#অনেক আলেমকে দেখা যায়, সাদা দাড়িতে কলপ দিয়ে কালো করে এবং দাড়ি কেটে ছোট করে। শরী‘আতে এর অনুমোদন আছে কি?

Ans=শরী‘আতে এর কোন অনুমোদন নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, শেষ যামানায় একশ্রেণীর লোক চুল-দাড়িতে কালো রং দ্বারা খেযাব দিবে। দেখতে কবুতরের বুকের মত সুন্দর লাগবে। তারা জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না (আবুদাউদ হা/৪২১২)। বরং মেহেদী লাগাবে (তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৪৫১)। দাড়ি কাটা, ছাঁটা, চাছা কোনটিই শরী‘আত সম্মত নয় (আবূদাঊদ, নাসাঈ, তাবারাণী মিশকাত হা/৪৪৫২)। বরং গোঁফ ছাটবে ও দাড়ি ছেড়ে দিবে (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪২১)।

#পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের দাড়ি দেখা যায়। দাড়ি রাখার সুন্নাতী নিয়ম কি? ইবনে ওমর (রাঃ)-এর আমল অনুসরণ করা যাবে কি?

Ans=দাড়ির ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর স্পষ্ট নির্দেশ হ’ল, তোমরা দাড়ি ছেড়ে দাও ও গোঁফ ছাটো এবং মুশরিকদের বিপরীত কর’ (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪২১)। রাসূল (ছাঃ)-এর স্পষ্ট নির্দেশ জানার পর অন্য কারো মত অনুসরণের কোন সুযোগ নেই (আহযাব ৩৩/৩৬)।

উল্লেখ্য যে, ইবনু ওমর (রাঃ) যখন হজ্জ ও ওমরা করতেন তখন এক মুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কেটে ফেলতেন (বুখারী হা/৫৮৯২)। এটা তাঁর ব্যক্তিগত আমল এবং হজ্জ ও ওমরার সাথে সম্পৃক্ত। তবে রাসূল (ছাঃ) থেকে কোন সময় কোন অবস্থাতেই দাড়ি খাটো করার কোন ছহীহ দলীল পাওয়া যায় না। অতএব সবাইকে রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ করতে হবে। নইলে ক্বিয়ামতের দিন পস্তাতে হবে (ফুরক্বান ২৭ ও ২৮)

আল্লাহ্ সুবানাহুতালা বলেনঃ রসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা। (সুরা-হাশর-৭)

আল্লাহ্ তায়ালা বলেনঃ তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, তাদেরকে আশ্বাস দেব; তাদেরকে পশুদের কর্ণ ছেদন করতে বলব এবং তাদেরকে আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে আদেশ দেব। যে কেউ আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হয়। (সুরা নিসা-১১৯)

আল্লাহ্ সুবানাহুতালা আরও বলেনঃকেউ রসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব মুসলমানের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ঐ দিকেই ফেরাব যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা

নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান। (সুরা নিসা-১১৫)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ তাআলার ভর্ৎসনা ঐ সব পুরুষদের উপর যারা মহিলাদের সাদৃশ্যতা অবলম্বন করে এবং ঐ সব মহিলাদের উপর আল্লাহ তাআলার ভর্ৎসনা যারা পুরুষদের সাদৃশ্যতা অবলম্বন করে। {সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৫৫৪৬, সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং-৫৭৫০}

ভিডিও এর লিঙ্ক=

দাড়ি রাখার নিয়ম,ও দাড়ি রাখা কি ওয়াজিব না সুন্নাহ,শাইখ,ডা.আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর(রাহিমাহুল্লাহ)
দাড়ি ছুট করে রাখলে সমস্যা আছে কি? By Motiur Rahman Madani
দাড়ি এক মুষ্ঠির কম হলে কি গুণাহ হবে? - মুফতি কাজী মোহাম্মদ ইব্রাহীম
দাড়ি রাখার সুফল ও দাড়ি না রাখার কুফল ! দাড়ি রাখলে ২ বছর, না রাখলে ৭০ বছরের কান্না
প্রশ্নঃ দাড়ি কাটা বা ছাটা কি জায়েজ । শায়খঃ জাকির হোসেন মাদানী
প্রশ্নঃ দাড়ি কতটুকু রাখতে হবে?--ডাঃ মঞ্জুর এলাহী
দাড়ি রাখা সুন্নত না ওয়াজিব "ডঃ মোহাম্মাদ সাইফুল্লাহ"
সাদা চুল ও দাড়ি কালো রং করা যাবে কি? আসুন জেনে নেই চুল ও দাড়ি কালো করে ব্যাপারে ইসলাম কি বলে।
চুলে রঙ লাগানো কি জায়েজ? চুলে রঙ লাগালে নামায হবে কি?
চুল কালো রং করার বিধান কি? - মুফতি কাজী মোহাম্মদ ইব্রাহীম
Islam colour powder istimal karna haram hai -- Zakir Naik ka jawab
দাড়ি রাখা নিয়ে সংশয়ে আছেন ? তাহলে শুনে নিন দাড়ি রাখা সুন্নত না ওয়াজিব ???